তারিখ 04 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

দৈনিক ইত্তেফাক

শামসুর রাহমান

কবীর চৌধুরী

কেমন ছিল

বিশিষ্টজনদের স্কুল জীবন

প্রতিটি মানুষের জীবনে কিছু স্মৃতি থাকে। সেই স্মৃতি কখনও মানুষকে পুলকিত করে কখনোবা করে ব্যাথিত। শৈশব, কৈশর, যৌবন কিংবা বৃদ্ধ- মানুষের এই বিশাল সময়ে স্মৃতিগুলো থাকে এলোমেলো। কিন্তু এই বিশাল সময়ের পথ পরিক্রমায় যারা তাদের কর্মের মাধ্যমে উজ্জল করেছেন দেশের মুখ, পরিচিত হয়েছেন সবার কাছে তাদের কয়েকজনের স্মৃতিময় স্কুল জীবনের কথাই তুলে ধরা হয়েছে এবারের ক্যাম্পাস আয়োজনে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন- রাবেয়া বেবী, সাদিক করিম, মুজাহিদুল ইসলাম

আবদুল্লাহ আবু সাঈদ

...নি চতুর্থ শ্রেণীর পর একটা বৃত্তি পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা হবে ঝিনেদা শহরে। পাঠশালায় আমার ওস্তাদজী ছিলেন অংকে ...নি তা প্রমান করার জন্য আমাকে বেছে নিলেন। আর অংকে ভুল করতে পারলে আমি বৃত্তি পাব। পরীক্ষায় আমি ...শা পূরন করতে পারিনি আর আমার ব্যর্থতার জন্য আমি ...র বিচলিত না হলেও আমার ওস্তাদজী কান্নায় ভেঙে ...ন। পাঠশালার পর্ব চুকিয়ে স্কুল জীবন বাকুড়ায় দুই বছর, ...লপাইগুড়ি ও যশোর স্কুলে। যশোর জেলা স্কুল থেকেই আমি ...শন পরীক্ষা দেই এবং প্রথম বিভাগে পাস করি।

...তাসির মামুনঃ আমার ৭বছর বয়সে বাবা মা আমাকে ...র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। ফলে ...সের বন্ধুরা প্রায় সবাই ছিল আমার চেয়ে দুই তিন বছরের বড়. রেললাইন পেড়িয়ে প্রায় তিন মাইল পথ হেটে ...য়েকজন মিলে স্কুলে যেতাম। আমি যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ...1 পাকিস্তানে এক গল্প লেখা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম ...সেবে একটি গোল্ড মেডেল অর্জন করি যা আমার স্কুল ...এক অন্যতম বড় পাওয়া। আজ পঁয়তাল্লিশ বছর পেরিয়ে ...নর স্কুল জীবনের কিছু স্কুল জীবনের বন্ধু আব্দুর রহিম, ...বির, মেঃ জেঃ ইব্রাহিমকে আজও আমার আবেগ অনুভূতিতে ...ভই পাই।

...জাহান বেগমঃ আমার শিক্ষার হাতেখড়ি হয় মা ফাতেমা ...হাত ধরে। বাবা আমাকে ইংরেজী আর আরবী অক্ষর জ্ঞান ...র বয়স যখন চার কি সাড়ে চার বছর [illegible] আমাকে ...কেয়ার অনুপ্রেরণাই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে শিশু ...র্তি করেছিলেন। বেলা দশটায় স্কুলে যেতাম। স্কুল শুরুর ...আমাদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শপথ বাক্য পাঠ করতে হতো। ...আমরা ক্লাসে গিয়ে বসতাম। আমাদের প্রধান শিক্ষিকা বেগম ...সাখাওয়াত হোসেন তখন এক এক করে প্রত্যেক শ্রেণীর ...ক্লাসে দেখা করে নিজের কার্যালয়ে গিয়ে বসতেন। সেই স্কুলে ...প্রধা আদর্শ মানসিকতা, স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির চর্চার একটি ...সংস্কার করা হয়েছিল। বেগম রোকেয়া মনে করেছিলেন নারী ...বেন হলে তার মুক্তি আসবেন। আর তাই তাকে সার্বিকভাবে ...র নির্ভর হবে। আর সে কারনেই স্কুলের পাঠ্যসূচির পাশাপাশি সেলাই, সংগীত, আরবী ও খেলাধুলাকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে স্থান দেয়া হয়েছিল। ১৯৪২ সালে আমি এই স্কুল থেকে মেট্রিক পাস করি।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীঃ বর্ষার মধ্যে নৌকা করে স্কুলে যেতাম- এটুকুই মনে পড়ে সব চেয়ে বেশী। আর মনে পড়ে তখনই আমি সাঁতার শিখেছিলাম। স্কুল জীবনের কথা জানতে চাইলে এভাবেই শুরু করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী । তিনি জানালেন, বাবার চাকরির জন্যই আমার স্কুল জীবন কোথাও স্থায়ী হয়নি। তখন ১৯৪৭ সাল। দেশ ভাগ হল। আমাদের পরিবার ঢাকায় চলে এলো। ঢাকায় আমি সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুলে ৯ম শ্রেনীতে ভর্তি হই। আমাদের হেড মাষ্টার ছিলেন ব্রাদার জুভস। খুবই ভাল ছিলেন তিনি। আমাদের সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে তার অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ সালে এই স্কুল থেকেই আমি মেট্রিক পাশ করি।

মোস্তফা মনোয়ারঃ মোস্তফা মনোয়ারের স্কুল জীবন শুরু হয় কলকাতা শহরে। বাবা কবি গোলাম মোস্তফার চাকরী সূত্রে বহু জায়গায় ঘোরাঘুরি করেন তিনি। আর সে কারনে মোস্তফা মনোয়ারের স্কুল জীবন ও ছিল নানা পরিবেশ আর জায়গায় সদা পরিবর্তনশীল। তিনি জানান, হুগলী ডাপ হাই স্কুলে আমি ১ম ও ২য় শ্রেনী পড়া শেষ করে মৈমনসিংহে আসি। এরপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে কলকাতা এসে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ৭ম শ্রেনীতে ভর্তি হই। সেখান থেকে চলে গেলাম নারায়নগঞ্জ। ১৯৫৪ সালে নারায়নগঞ্জ জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করলাম।

সেলিনা হোসেনঃ ৫০ দশকের মধ্যভাগে বগুড়ার লতিফপুর প্রাইমারী স্কুলে সেলিনা হোসেনের স্কুল জীবন শুরু হয়। তিনি জানান সেখান থেকে আমি ৫ম শ্রেণীর পাঠ শেষ করে বগুড়ার ভি এম হাই স্কুলে ভর্তি হই। ৭ম শ্রেনী পর্যন্ত সেখানে পড়াশুনা করি। অবশ্য পরবর্তীতে বাবার বদলির জন্য রাজশাহীতে গিয়ে পিন গার্লস স্কুলে ভর্তি হই এবং সেখান থেকেই তিনি ১৯৬২ সালে মেট্রিক পাশ করেন।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামঃ বাবার চাকরীর সুবাদে আমার স্কুল জীবনের শুরু হয় কুমিল্লাতে। কুমিল্লার ঈশ্বর চন্দ্র পাঠশালায় সর্বপ্রথম ৪র্থ শ্রেনীতে ভর্তি হই। মনে আছে একবার আমাদের স্কুল ফাংশনে কবি জসিম উদ্দিন এসেছিলেন। সেদিন তার সামনে আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলাম। সে স্কুল ছেড়ে ভর্তি হই সিলেট দূর্গাকুমার পাঠশালায়। এরপর সিলেট সরকারী পাইলট হাইস্কুলে। সে স্কুলের অনেক শিক্ষকের কথা আজও আমার মনে আছে। মনে পড়ে ক্লাসে হেডস্যার এসে ছাত্রদের জিজ্ঞেস করতেন আজ কে একটা ভাল কাজ করেছিস আর কে একটা খারাপ কাজ করেছিস। ছাত্ররাও অকপটে বলতো তাদের ভাল খারাপের কথা। ভাল হলে ক্লাসের সবাই হাততালি দিত আর খারাপ হলে সবাই নিন্দা করতো। ৯ম শ্রেনীতে পড়াকালীন সিগারেট খেতে গিয়ে স্যারের সামনে ধরা পড়ার সেই লজ্জা আর ভয়ের স্মৃতি আজও ভুলতে পারিনি।

আবদুল্লাহ আবু সাঈদঃ বাবার বদলির কারনে শৈশবে আমাকে অনেক স্কুল বদল করতে হয়। করটিয়া স্কুল থেকে জামালপু সরকারি স্কুলে সেখান থেকে রাধানগর মজুমদার একাডেমি তারপরে পাবনা জেলা স্কুল। সেখান থেকেই আমি ম্যাট্রিক পরিক্ষা দেই। আমার জীবনে প্রথম কোন মেয়েকে ভাল লাগার ব্যাপারটা ঘটেছিল ৮ম শ্রেনীতে পড়াকালীন সময়ে। মেয়েটির নাম ছিল অনন্ত।

...কদিন এক মহিলা ওকে ...ল্যাট বাড়ীতে নিয়ে যায়। ...খে ওর বয়সী অনেক মেয়ে ...পড়ে আছে। শিল্পী ওখানে ...পর এক বিদেশীর সাথে বেশ ...র সঙ্গে একদিন সে বাইরে ...সখ্যতা থেকে বিদেশীর সঙ্গে ...সন্তান হয় সে তাকে নিয়ে ...ওকে বেশ কিছু টাকা-পয়সা ...এখন বাড়ীর বিভিন্ন জায়গায় ...বলে, আপা বাইচা থাইকা কি ...বলেন? মনে চায় গলায় দড়ি

ঘটনা-৪

...বয়স ১৭। দেখতে সুন্দর।

চলে যায়। সেক্ষণে এক মহিলা তার বাসা নিয়ে যায়। সেখানে ও দুইটা রুমে বিভিন্ন বয়সের ১০ জন মেয়ে থাকতো। ময়না কাজে রাজি না হওয়াতে ওকে খেতে দিত না, প্রচন্ড মেরে ঘরে তালা দিয়ে রাখতো। এভাবে কয়েকমাসের ওখানে ছিল। অল্প বয়সে নানা ধরনের শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। ওর এই অবস্থা দেখে এক খদ্দের দয়াবশত বাইরে নিয়ে এসে রাস্তায় ফেলে রেখে চলে যায়। ময়না কখনও কোন আশ্রয় কেন্দ্রে, কখনও বিভিন্ন পার্কে, রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়। এক জায়গায় স্থির থাকে না।

এভাবে প্রতিদিন অসংখ্য মেয়েরা নানা ধরনের প্রতারনার ফাঁদে পড়ে অকালেই ঝড়ে...

...স এদের নিষ্পাপ শিশুরা কেউ পড়তে পারে প্রতারণার ফাঁদে   ছবিঃ নজরুল ইসলাম

...ী। থাকে এক বেসরকারী ...সেও এক সময় সৎ বাবার দ্বারা ...র হয়ে ঢাকায় আসে। ওর সৎ ...ন্য ওর মাকে ভীষণ মারতো ...ও চাপ দিত। রাস্তায় এক ...পরিচয় হলে তাকে যাত্রাবাড়ীর ...য়ে যায়। সেখানে গিয়ে সে ...দেখে ওর বয়সী বিভিন্ন মেয়েরা ...মহিলা ওকে মাসে ৫০০ টাকা ...গ্রা বাড়ীতে মাকে পাঠাতো। ...নী কৌশলে এক খদ্দের-এর ...থেকে পালিয়ে আসে। অত্র...

পড়ছে জীবন থেকে, সমাজ থেকে। ডুবে যাচ্ছে অন্ধকার পংকিল জীবনে। বাড়ছে নানা সামাজিক অনাচার, অবক্ষয়। একবিংশ শতাব্দীর সভ্য যুগে বাস করে যারা এ ধরনের বর্বর জঘন্য কাজ করছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে সরকার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে এগিয়ে আসা দরকার। গণসচেতনতা হোক যেন আর একটি মেয়েও কান্না না করে, বেছে না নেয় আত্মহননের পথ, ডুবে না যায় অন্ধকার পংকিল জীবনে, পরিবার ও সমাজ যেন তাকে ঘৃণার চোখে না দ্যাখে। পা না দেয় প্রতারনার ফাঁদে।

□ রাজিয়া সুলতানা

...বিকা

...ও বহির্মুখী হয়ে যাচ্ছেন। অর্থ ...র ফলে মেয়েরা স্বাধীনচেতা ...ণ বিবাহিত জীবনে সমস্যা ...এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের চাকরি ...ক্ষিত মনে হয়। অশালীন ...রে করা চাকরিজীবী নারীদের ...মনে করেন অনেকে। মেয়েরা

পোশাক পরিচ্ছদ পরিধানে কর্মজীবী নারীদের যথাসম্ভব শালীনতা বজায় রাখতে হবে। কর্মক্ষেত্রে সন্তানসম্ভবা মহিলাদের 'মাতৃত্ব ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে সরকারী চাকরিতে 'চারমাস 'মাতৃত্ব ছুটি'র ব্যবস্থা আছে। সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মাতৃত্ব ছুটির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। চাকুরিজীবী দম্পতিদের ছেলে মেয়েদের খাওয়া-দাওয়া লেখাপড়ায় অসুবিধা হয়। তবে সব পরিবারে সমস্যাটা এক রকম নয়। চাকরিজীবী নারীদের মা, বা শাশুড়ী, বোন বা কোন আত্মীয় থাকলে সন্তানদের...